পরিবর্তনশীল নগর, উন্নয়ন সম্ভাবনা - Changing Cities, Building Opportunities

World Habitat Day 2012

1 October, 2012

Ministry of Housing & Public Works

Government of the People's Republic of Bangladesh

UN-HABITAT

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৬ আশ্বিন ১৪১৯
০১ অক্টোবর ২০১২

বাণী

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশে বিশ্ববসতি দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ববসতি দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য 'Changing Cities, Building Opportunities' বা 'পরিবর্তনশীল নগর, উন্নয়ন সম্ভাবনা' যা বাংলাদেশের নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং সর্বোপরি নগর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

কর্মসংস্থান, উন্নত জীবনযাপন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা ইত্যাদি নানা কারণে বর্তমান বিশ্বে গ্রামীণ জনপদ হতে অধিক সংখ্যক লোক নগরসমূহে অভিবাসিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে দ্রুত নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। পর্যাপ্ত ভৌত এবং পরিবেশগত অবকাঠামো না থাকায় নগর কর্তৃপক্ষের জন্য বিপুল জনগোষ্ঠীর নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান একটি বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞানভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নগর পরিকল্পনা। বর্তমান সরকার ভৌত বা ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশবান্ধব টেকসই নগরায়ণের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরসহ জেলা, উপজেলা ও পৌরসভাসমূহের জন্য সমন্বিত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আশা করি এ সকল পরিকল্পনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ণ সম্ভবপর হবে।

আমি 'বিশ্ববসতি দিবস ২০১২' এর উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

বিশ্ব বসতি দিবস -২০১২ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Changing Cities, Building Opportunities'।

সারা পৃথিবীব্যাপী বদলে যাচ্ছে প্রকৃতি ও নগর ব্যবস্থাপনার ধরণ। এ পরিবর্তনকে ইতিবাচক দিকে প্রবাহিত করাই সারা বিশ্বসহ বাংলাদেশের নগরসমূহের মূল চ্যালেঞ্জ। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদির আকর্ষণে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে নগর জনসংখ্যা। তবে দেশের নগর সমূহের সুবিধাদির সুষম বন্টনের অভাবে রাজধানী শহরের উপর চাপ প্রকট হচ্ছে। ফলে ঢাকার আবাসন ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা ক্রমশ কঠিনতর হচ্ছে। ভবিষ্যৎ নগরীসমূহ যাতে মানুষের বসবাস উপযোগী হিসেবে গড়ে উঠে সে বিষয়ে বর্তমান সরকার সচেতন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সরকার সম্ভাব্য যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সরকার সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষে দেশের প্রতিটি শহরের আদর্শ নগর পরিকল্পনা, অবকাঠামো নির্মাণ, পরিবেশ উন্নয়ন, নিরাপদ ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, যা ভবিষ্যতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

ধরিত্রীর সর্বত্র এ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের নগর ও নাগরিক জীবনকে শংকামুক্ত রাখার লক্ষে বিশ্বব্যাপী একটি সমন্বিত প্রয়াস নেয়া হোক- এ কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, এমপি)

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষ্যে UN-HABITAT কর্তৃক এবারের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয় "Changing Cities, Building Opportunities" বা "পরিবর্তনশীল নগর, উন্নয়ন সম্ভাবনা" প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিবর্তমান নগরসমূহের প্রকৃত সম্ভাবনা সন্ধানের দিক নির্দেশ করে। এ প্রেক্ষাপটে, কেবলমাত্র রাজধানী কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিবর্তে সুষ্ঠু নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও পৃথকভাবে দেশের সকল নগরীর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা জরুরী।

নগর বিবর্তনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা হলে তা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা করবে। নগরের দ্রুত পরিবর্ধনশীল জনসংখ্যা একদিকে যেমন ন্যূনতম নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে দেশের ছোট-বড় নগরের বিকাশ হয়ে পড়ছে অপরিকল্পিত ও ভারসাম্যহীন যা শুধু নগরসমূহের বাসযোগ্যতা হ্রাস করছে না, নগর সম্ভাবনার সঠিক বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত করছে। সুতরাং পরিকল্পিত নগরায়ন আজ সময়ের দাবী। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে নাগরিক সুযোগ সুবিধাদির সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে আবাসনসহ অন্যান্য সংকট যেমন দূরীভূত হবে তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আরো বিকশিত হবে। বর্তমানে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা নগরে বাস করছে। এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির অধিকাংশই হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। সেই প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত ও টেকসই নগরায়নের জন্য এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০১২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(ড. খোন্দকার শওকত হোসেন)

"পরিবর্তনশীল নগরঃ উন্নয়ন সম্ভাবনা"

নজরুল ইসলাম
নগর বিশেষজ্ঞ, চেয়ারম্যান, নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা

এবারের ওয়ার্লড্‌ হ্যাবিটাট ডে বা বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "Changing Cities: Building Opportunities "পরিবর্তনশীল নগরঃ উন্নয়ন সম্ভাবনা"।

সভ্যতার প্রতীক নগর বস্তুতই নিয়ত পরিবর্তনশীল। নগরের এই পরিবর্তনশীলতা ঘটেছে নানাভাবে, নানাদিকে। নগরের আকারে ও প্রকারে, এর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে। নগরের পরিবর্তনশীলতার পেছনে সব সময়েই কাজ করেছে কতিপয় প্রভাবক বা নিয়ামক শক্তি। এসব নিয়ামক হলো (ক) ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ, (খ) জনসংখ্যা বা জনমিতিক পরিস্থিতি, (গ) অর্থনৈতিক অবস্থা, (ঘ) যোগাযোগ ও প্রযুক্তি পরিস্থিতি, (ঙ) সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও (চ) প্রশাসনিক বা পরিচালন ব্যবস্থা।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রথমবারের মতো গোটা মানব জাতি একটি নগরায়িত জাতিতে পরিনত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ৭০০ কোটি মানুষের অর্ধেকের বেশী শহর ও নগরের অধিবাসী। অবশ্য নগরায়নের মাত্রা বিশ্বের সর্বত্র এক পর্যায়ের নয়। ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ বা এশিয়া মহাদেশের পূর্বাঞ্চল ইতোমধ্যে উচ্চ মাত্রায় নগরায়িত, এসব অঞ্চলে ৭৫ শতাংশের বেশী মানুষ নগরবাসী। অন্যদিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনবহুল অঞ্চল ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় গোটাটাই এখনো নিম্নমাত্রায় নগরায়িত।

অঞ্চল ভিত্তিক নগরায়নের মাত্রার দিক থেকে এশিয়া-আফ্রিকা অনেক পিঁছিয়ে থাকলেও নগর বিশেষের বিশালত্বে অবশ্য এসব অঞ্চল আদৌ পিঁছিয়ে নেই। বর্তমান সময়ের নগর - সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বেশ কিছু দানবীয় আকারের নগর বা মেগাসিটির বাস্তবতা, আর এদের প্রত্যে কটির জনসংখ্যা এক কোটির ওপর। ইতোমধ্যে আরো বিশালাকৃতির নগরেরও সৃষ্টি হয়েছে। এসব নগরের জনসংখ্যা ২ কোটিরও ওপর। এবং এদেরকে পরিচয় করানো হয় "মেটা-সিটি" বা অতি দানবীয় শহর ('সুপার জায়ান্ট সিটি') হিসাবে। এসব মেটাসিটি বা বিশাল নগরকে অবশ্য শুধু একটি নগর হিসেবে চিন্তা করা হয় না, বরং একাধিক প্রতিবেশী নগরের সমন্বিত বা পুঞ্জীভূত নগর বা মহানগরাঞ্চল বলে চিহ্নিত করাই যুক্তিযুক্ত। এমন নগরাঞ্চলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো জাপানের টোকিও- ইয়কোহামা নগরাঞ্চল। মেক্সিকো সিটিকেও মেটা-সিটি বলা যায়। । অদূর ভবিষ্যতে সাংহাই, দিল্লী, মুম্বাই, জাকার্তা, লেগোস, এমনকি আমাদের ঢাকা মহানগরও মেটা-সিটিতে রূপান্তরিত হবে।

নগর বিবর্তনে ভৌগোলিক পরিবেশের ভূমিকা

সভ্যতার আদি যুগের শহরগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল আকর্ষনীয় ভৌগোলিক পরিবেশে। মূলত নদী অববাহিকায় এবং যোগাযোগের সুবিধামত জায়গায়, আরো বিশেষত: নৌ-যোগাযোগ সমৃদ্ধ এলাকায়। তা সত্ত্বেও সে সময়ের নগর নির্মাতাদের হতাশ করে জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে মহেঞ্জোদারো বিলুপ্ত হয়েছিল অথবা আকস্মিকভাবে আগ্নেয়গিড়ি থেকে অগ্নোৎপাতের কারণে সম্পূর্ণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছিল ইতালির পম্পাই নগরী। আধুনিক কালেও পৃথিবীর বিভিন্ন শহর ভূমিকম্পের কারণে ধ্বংশ হয়েছে। একেবারে হালের উদাহরন জাপানের ফুকুশিমা শহর। আমাদের দেশে নদীভাঙ্গনের কারনে প্রতিনিয়ত একাধিক শহর অস্তিত্বের হুমকির মধ্যে থাকে। ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ নগর বিকাশে চ্যালেঞ্জ হতেই পারে। অবশ্য অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এরকম অনেক বাঁধাই অতিক্রম করতে পারে।

জনমিতির প্রভাব

পশ্চাদভূমির জনসংখ্যার আকার অবশ্যই নগর বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক।

বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর দেশ আমাদের বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার কারনে রাজধানী শহর ঢাকার জনসংখ্যাও বিশাল, দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, চট্টগ্রামও ইতোমধ্যে বৃহৎ মহানগরের রূপ ধারন করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫০ মিলিয়নের বেশী। এর মাত্র ২৫ শতাংশ নগরায়িত, অন্যদিকে একমাত্র ঢাকা মহানগরীয় অঞ্চলের লোকসংখ্যা ১৫ মিলিয়ন যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ। অনুমান করা হয় বাংলাদেশের জনসংখ্যা আগামী ৪০ বছরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন হবে, ঢাকা মহানগরাঞ্চলে জনসংখ্যার আকার একই অনুপাতের হলেও এর জনসংখ্যা আড়াই কোটির কম হবে না। বরং তিন কোটিরও বেশী হতে পারে সময় ও পরিবর্তনের ধারায় এটিই হবে বাস্তবতা। বাংলাদেশের অন্যান্য শহর নগরের জনসংখ্যার পরিস্থিতিও একই রকম হবে অর্থাৎ প্রায় সব শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বস্তুত ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মূলত একটি নগরায়িত দেশে পরিনত হবে, এমন ধারনা খুব অমূলক নয়।

অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব

নগরের পরিবর্তন বা বিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে নগর পশ্চাদভূমি বা সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার। আধুনিক বিশ্বায়নের বা গ্লোবালাইজেশনের যুগে অবশ্য বৈশ্বিক অর্থনীতিরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার উষালগ্নে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত দুর্বল, মাথা পিছু জাতীয় আয় ছিল বর্ষিক ১০০ ডলারেরও কম। আশির দশক থেকে বিশ্ব অর্থনৈতিক চাহিদা এদেশে রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। একই সাথে বিশ্ব শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের চাহিদা বিপুলভাবে বেড়েছে। এছাড়া অর্থনীতির অন্যান্য খাতেও উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের ফলে জাতীয় আয় কয়েকগুণ বেড়ে ৮৬০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। সার্বিকভাবে নগরীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পরিবর্তনের নগরে আমরা দেখি নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে। বিদেশী বিনিয়োগ আসছে, দেশীয় উদোক্তাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকছে। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগে নানা রকম উৎসাহ দিচ্ছে সরকার, কিন্তু শিল্পাঞ্চল পরিকল্পিতভাবে গড়ে না তোলায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যার মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ অন্যতম।

যোগাযোগ ও পরিবহণের ভূমিকা

বর্তমানে প্রায় সকল মেগাসিটিতে কম্যুটার ট্রেন সার্ভিস, মেট্রো রেল, স্কাই ট্রেন, বা দ্রুত গতির বাস র‍্যাপিড ট্রান্জিট (বিআরটি) ও নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা নগরবাসিদের জন্য গতি সঞ্চারে সহায়তা করছে। সাশ্রয়ী ও দক্ষ গণপরিবহণই দিতে পারে মহানগর বা মেগাসিটিতে চলাচলের স্বাচ্ছন্দ।

পরিবর্তনশীল নগরে, বিশেষ করে দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধিশীল ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল নগরে, যেমন ঢাকায়, অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, দক্ষ, সাশ্রয়ী, স্থায়ীত্বশীল ও পরিবেশ বান্ধব পরিবহনের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরী। ইতোমধ্যে বৃহত্তর ঢাকা মহানগরাঞ্চলের জন্য একটি ২০ সাল মেয়াদী পরিবহণ কৌশলপত্র বা 'এসটিপি' অনুমোদিত হয়েছে।

ভৌত যোগাযোগের পাশাপাশি আধুনিক নগর ব্যবস্থায় টেলিযোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যতে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ই-ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন রকম টেলিযোগাযোগ নগরের আকার-প্রকার পরিবর্তনে প্রভাব রাখবে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব

পরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনের নগরে আমরা অবশ্যই আশা করবো উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদনের সুযোগ ও নাগরিক সেবা সমূহের (পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বর্জ অপসারণ ইত্যাদির) সুবন্দোবস্ত। এসব সেবা ও পরিসেবার অভাব বা অপর্যাপ্ততা বিদ্যমান থাকলে নগরের বিবর্তন ইতিবাচক হবে না, উল্লেখ বাহুল্য।

পরিবর্তনের নগরে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বা প্রভাবক শক্তি এর সামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিবেশ। সামাজিক পরিবেশ বা অবস্থা বলতে আমরা প্রথমত বুঝি এর নাগরিকদের শিক্ষার বিষয়টি। আধুনিক দক্ষ নগরের জন্য শিক্ষিত নাগরিকের বিকল্প নেই। শিক্ষিত নাগরিক সমাজ নগর-জীবন ও নগর ব্যবস্থা গঠন ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলতে আমরা একদিকে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠি বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির মধ্যে সম্ভাব ও সুন্দর সহ-অবস্থানকে বুঝবো, একই সাথে নগরবাসীর সুকুমার বৃত্তি বা সংস্কৃতি চর্চাকেও বুঝবো। অনেক উন্নত দেশেও কাঙ্খিত সাংস্কৃতিক সহ-অবস্থান চোখে পড়ে না, পক্ষান্তরে আমাদের দেশের মতো অনুন্নত দেশের শহরে বিরাজমান সুন্দর সহ-অবস্থান উল্লেখযোগ্য।

প্রশাসনিক বা পরিচালন ব্যবস্থা

নগর পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নিয়ামক হলো নগরের প্রশাসনিক বা পরিচালন ব্যবস্থা। আধুনিক-সমকালীন নগর পরিচালনায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ মূলক পরিকল্পনা প্রনয়ণ, বাস্তবায়ন ও তদারকির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক পরিকল্পনায় যে সব আদর্শের কথা উল্লেখ করা হয়, তাতে থাকে সবার স্বার্থ বিবেচনার কথা বা 'ইনক্লুসিভ সিটি' নির্মানের কথা। সমতার বা 'ইকুইটির' কথা, অর্থাৎ সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা, বিশেষ করে দরিদ্রবান্ধব বা অন্যান্য ক্ষুদ্র সামাজিক ও নৃতাত্বিক গোষ্ঠিবান্ধব নগর গঠনের কথা এবং সর্বোপরি পরিবেশ ও সার্বিকভাবে স্থায়ীত্বশীল বা 'সাসটেনবল' নগর সৃষ্টির কথা। এসব শর্ত পূরনের পাশাপাশি একটি আদর্শ শহরের জন্য তার নান্দনিক বিষয়টির কথাও অবশ্যই বিবেচ্য।

নগর পরিকল্পনার এসব আদর্শ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিচালন বা 'পার্টিসিপেটরি গভর্নেন্স' অত্যন্ত জরুরী। এধরনের পরিচালনের সফলতার জন্য আবার কতক শর্তাবলী চিহ্নিত করা হয়, যথা জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, বিকেন্দ্রীকরণ, নাগরিক অভিযোগ মোকাবেলায় তৎপরতা, দক্ষতা, আইনের শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব। এই সব শর্ত পূরনে বড় ভূমিকা পালন করে যোগ্য, একক বা যৌথ, নেতৃত্ব।

অংশগ্রহণ মূলক নগর পরিচালনে অন্যতম শর্ত বিকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেমন নগর পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত ও হস্তান্তরিত হবে, নগর অভ্যন্তরেও একই ভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতা অঞ্চল ও ওয়ার্ড পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য যথাযথ আইনী ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে পৌর শহরগুলোর জন্য এমন ব্যবস্থা অনেকটাই করা হয়েছে।

উপসংহারঃ কাঙ্খিত নগরের জন্য প্রয়োজন সবার সমন্বিত উদ্যোগ

বর্তমান সময়ে পরিবর্তনের নগরে যে সব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগের দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে, সে সবের সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সুযোগ আন্তর্জাতিকভাবে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে যদি আমাদের শহর বা নগরগুলো আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হয় ও বিনিয়োগ বান্ধব হয়। এ জন্য অবশ্য আমাদের নগরগুলোতে বাসযোগ্যতার মান বৃদ্ধি করতে হবে।

নগরায়ণ ও নগর-উন্নয়নের সাথে সকল সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও সে অনুযায়ী উপযুক্ত নীতিমালা অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা-২০১২ তে। আমরা মনে করি এই নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে পারলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নগরায়ণ যথাযথ হতে পারবে, ভবিষ্যতের নগরীতে সুযোগের সদ্ব্যবহার অনেকটাই সম্ভব হবে।

প্রস্তাবিত জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালায় নগরায়নের প্রায় সকল বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, তবে প্রধানত জোর দেয়া হয়েছে দ্রুত নগরায়নপ্রবণ বাংলাদেশের জন্য বিকেন্দ্রায়িত নগরায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের এবং সে অনুযায়ী বিভাগীয় মহানগর, জেলা শহর, উপজেলা শহর প্রভৃতি সফল পর্যায়ের নগরের পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন করা ও চূড়ান্তভাবে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে জনগণকে নাগরিক সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। এছাড়া আরো জোর দেয়া হয়েছে নগর পরিকল্পনার গুরুত্বের ওপর, নগরীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আবাসনের ওপর, নগরীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করনের ওপর, নাগরিক সেবাসমূহের সুবন্দোবস্তের ওপর, নগর দারিদ্র্য ও বস্তি সমস্যা সমাধানের ওপর। জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানাবিধ নগরীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ সংরক্ষনের ওপরও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। নগর বিবর্তনে গবেষণা ও নতুন জ্ঞানের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দক্ষতার সাথে নগর পরিচালনার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালায়।

নীতিমালা উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দেয়, কিন্তু উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক উন্নয়ন পরিকল্পনার। বর্তমান সরকার দেশে এই প্রথমবারের মতো পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়নের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছেন এবং কর্মসূচি নির্ধারন করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বড় বা মাঝারি শহরে বেশ কিছু নগর উন্নয়নমূলক ও নগর-দারিদ্র হ্রাসকরণ জাতীয় প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের প্রকল্প ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা বাঞ্ছনীয়। পৌর সরকার শক্তিশালী করণ বিষয়ক প্রকল্পও পরিচালিত হচেছ। নীতিমালা, আইন সংস্কার ও বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প সবকিছু সমন্বিত করে এগিয়ে গেলে আমাদের নগর-ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসতেই পারে। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি নির্বাচিত পৌর নেতৃত্ব, নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী ও সেচ্ছাসেবী গোষ্ঠিসমূহ, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম, ও জনগণ সবার সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ আশ্বিন ১৪১৯
০১ অক্টোবর ২০১২

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ববসতি দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Changing Cities, Building Opportunities' বা 'পরিবর্তনশীল নগর, উন্নয়ন সম্ভাবনা' যা আমাদের রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য নগরীসমূহের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের দেশে অপরিকল্পিত আবাসন, রাস্তা, শিল্পাঞ্চল এবং নানাধরণের স্থাপনাসৃষ্টির জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে কৃষিজমি, জলাভূমি ও বন এলাকা সঙ্কুচিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভূমির পরিকল্পিত ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে একটি গতিশীল, টেকসই ও জনকল্যাণমুখী ভূমিপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্পাঞ্চল নির্দিষ্টকরণ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা এবং স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এরফলে কৃষি জমিসহ অন্যান্য ভূমির অপচয় রোধ হচ্ছে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশালে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে। অন্যান্য বিভাগীয় শহরেও ডিটেইলড্‌ এরিয়া প্লান ও মাস্টার প্লান প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে নগরসমূহের প্রকৃত সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত ও সুষম নগর গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমি বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিকল্পিত নগরায়ণ সৃষ্টিতে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০১২-এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

সভাপতি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

মানব বসতির যুগোপযোগী উন্নয়নে সমগ্র বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে কালের পরিক্রমায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব বসতি দিবস-২০১২। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ ক্রমবিকাশে এই দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন। এবারের বিশ্ববসতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Changing Cities, Building Opportunities" বা "পরিবর্তনশীল নগর, উন্নয়ন সম্ভাবনা" তাই অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়েছে।

বাংলাদেশের নগরায়নের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমস্যা নিরসনকল্পে একদিকে যেমন সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন তেমনিভাবে প্রয়োজন সুদূর প্রসারী যুগোপযোগী কর্ম পরিকল্পনা। এ লক্ষ্যে নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সমূহের মাধ্যমে সরকার রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরের আবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া জেলা ও উপজেলা শহরে সর্বোচ্চ ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকারের Compact Township গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজধানী শহর ছাড়াও অন্যান্য নগর সমূহে পরিকল্পিতভাবে সম্ভাবনাসমূহ খতিয়ে দেখা হলে গড়ে উঠতে পারে উন্নত নগরী। সমুদ্রবন্দর, পর্যটন, খনিব্যবস্থাপনা, সেবামূলক শিল্পসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের নগরীসমূহ হয়ে উঠতে পারে বিশ্বের উন্নত নগরীসমূহের সমকক্ষ। আশা করা যায়, সরকার কর্তৃক বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করা যাবে।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস -২০১২ এর সাফল্য কামনা করছি।

এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, এমপি

Massage

UNDP Bangladesh

Bangladesh, like the world at large, is undergoing a rapid rural-urban transition.Since 2007, a majority of the world's population have been urban dwellers and this process is irreversible. Everyday thousands of rural people, many of them poor and vulnerable, make the arduous journey to seek a new life in towns and cities. Their personal motivations vary, but at heart, is the desire to secure a better life for themselves and their families--be it through new livelihoods or the prospect of decent health and education.The urbanization process is also central to the fundamental structural challenges which must be overcome, if countries like Bangladesh are to transit from developing to developed-country status. Cites are the source of opportunities and of accelerated economic growth and also sit at the centre of social and cultural modernization.

Yet, in spite of the promise of urbanization and its inevitability, this transition is agonizing for individuals and families and deeply problematic for communities and nations.Mass new arrivals in cities place huge pressures on housing, water supply the public services and the wider social fabric. All too often, overcrowding and difficult living conditions,with serious consequences for health and well-being, emerge.Successfully negotiating this path requires considerable foresight, resources and leadership. This, undoubtedly, is one of the primary challenges faced by policymakers in LDCs.

Success, defined by delivery of better living conditions and livelihoods for all on the basis of sustainable development, is a goal which can and must be realized.Strategic and well-crafted approaches are needed -- to managing the flow of migrants to cities, the provision of infrastructures and key pubic services, and the development of an environment conducive to private sector expansion and job creation.I do not pretend this will be easy, particularly in acountry like Bangladesh, where population densities are high and land is limited. However, the opportunities are equally substantial and the price of failure is too high. I am confident with imagination and ingenuity -- both hallmarks of the Bengali character--this country can succeed in this most important task.

Neal Walker
UN Resident Coordinator in Bangladesh

ব্যবস্থাপনায়ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়   তত্ত্বাবধানেঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

সৌজন্যেঃ রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)